দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

53

প্রাক-বাজেট আলোচনায় বক্তাদের অভিমত

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত 'প্রাক-বাজেট আলোচনা' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে বক্তারা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তারে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে নীলক্ষেতে অবস্থিত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি মিলনায়তনে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিআইডিএস-এর গবেষণা পরিচালক ডঃ আবদুল গফুর।

ডঃ আবদুল গফুর তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, ১৯৮০ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত বাংলাদেশের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ১ দশমিক ৯ শতাংশ। সেখানে স্বল্প আয়ের দেশের সাধারণ প্রবৃদ্ধি ছিল এই সময়ে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ।

১৯৯১ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে বয়স্ক শিক্ষার হার ৩৫ শতাংশ। সেখানে স্বল্প আয়ের দেশের জনসংখ্যার বয়স্ক শিক্ষার হার ৬০ শতাংশের বেশি। বাসস্থানের অভাব ও বেকারত্ব এখানে খুবই উদ্বেগজনক বলে তিনি উল্লেখ করেন। এই নিবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে সাবেক অর্থ উপদেষ্টা এ, এম, এ মুহিত বলেন, বিগত ৫০ বছরে এদেশে নিয়ন্ত্রণ কালচার গড়ে উঠেছে। সরকারকে শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। তিনি কুসংস্কারমুক্ত জ্ঞানের আলো বিকশিত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তারে বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

সাবেক মন্ত্রী ডঃ ফসিহ্ উদ্দিন মাহতাব বলেন, আমরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কথা বলি; কিন্তু আসলে কি আমরা তা চাই? সরকারের মাধ্যমে অর্থ দিয়ে স্থানীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সকল সরকারের আমলেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান চালু রাখা হচ্ছে।

অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা চৌধুরী আমিনুল হক বলেন, আমাদের রপ্তানি আয় বাড়াতে হবে। তাহলে দেশে শিল্পায়ন হবে, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং গুটিকয়েক লোকের হাতে সীমিত না থেকে সম্পদ অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব মুজিবুল হক বলেন, দেশে বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে; কিন্তু তা দ্রুত কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। রেল থেকে লোকবল কমানো হয়েছে; কিন্তু লোকসান কমছে না। বেসরকারী খাতে একই অবস্থা বিরাজ করছে। তিনি প্রশ্ন করেন, আইনের শাসনের অভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, না দুর্নীতি এর কারণ?

সাবেক কূটনীতিবিদ ওয়ালিউর রহমান বলেন, শ্রীলংকায় বিরাট সংঘাত যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও সেখানকার প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে না। কারণ সেখানে শিক্ষিতের হার ৯০ শতাংশের ওপর। শিক্ষার হার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সভাপতির ভাষণে ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ বলেন, ব্যাংকে টাকা থাকা সত্ত্বেও লোকজন বিনিয়োগে এগিয়ে আসছেন না।

তিনি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সংস্কার কর্মসূচী ত্বরান্বিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।